দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 13 OCT 1991
পৃষ্ঠা... ২ ... কলাম ৬ ...

133

ভার্সিটি ক্লাবে সন্ত্রাসীদের হামলা : শিক্ষকরা নাজেহাল

মাইক্রোবাস ছিনতাই করে ক্যাম্পাসে অস্ত্রের মহড়া : গোলাগুলি

।। বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ।।

ক্রমবর্ধমান সহিংসতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা আরও অশান্ত হয়ে উঠেছে। গতকাল ক্যাম্পাসে মাইক্রোবাস ছিনতাই করে অস্ত্রধারীদের মহড়া, সন্ধ্যায় দু'দলের মধ্যে গোলাগুলি এবং একদল অস্ত্রধারী কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব থেকে শিক্ষদের বের করে দেয়ার ঘটনায় পরিস্থিতি ছিল উত্তাপ্ত।

গতকাল বিকালে জহুরুল হক হলের পাশে সাবেক আবু সাঈদ হলের সামনে ছাত্রলীগ (শা–অ) ওয়ার্ড শাখার সম্মেলন চলছিল। জানা গেছে, সন্ধ্যায় সম্মেলনস্থলের পাশে একদল ছাত্র অস্ত্রের মহড়া প্রদর্শন করে। এতে উত্তেজনা বৃদ্ধি পায় এবং কিছুক্ষণ পর দুইপক্ষের মধ্যে গোলাগুলি শুরু হয়। প্রায় ১৫/২০ রাউন্ড গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটে।

গোলাগুলি শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জহুরুল হক হল থেকে কয়েকজন অস্ত্রধারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে প্রবেশ করে এবং সেখানে অবস্থানরত শিক্ষকদের ক্লাব ত্যাগ করার নির্দেশ দেয়। শিক্ষকরা দ্রুত ক্লাব ছেড়ে চলে যান। অস্ত্রধারীরা পরে ক্লাব প্রাঙ্গণে

(৪–এর পৃঃ ৭–এর কঃ দ্রঃ)

মাইক্রোবাস ছিনতাই

(প্রথম পৃঃ পর)

অবস্থান নেয়। সন্ধ্যায় তিনজন সাংবাদিক পেশাগত কাজে বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে গেলে তাঁরা অস্ত্রধারীদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হন এবং তাক করা অস্ত্র ও হুমকির মুখে পালিয়ে আসেন। এদিকে গতকাল দুপুরে টিএসসির মোড় থেকে অস্ত্রধারীরা একটি মাইক্রোবাস ছিনতাই করে এবং তাতে করে ক্যাম্পাসে টহল দেয়। টহল শেষে অবশ্য মাইক্রোবাসটি মালিককে ফেরত দেয়া হয়।

রাতে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি ছিল থমথমে।

শিক্ষক সমিতির আহ্বান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে অস্ত্রমুক্ত করার লক্ষ্যে যথাযথ দায়িত্ব পালনের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। সমিতির সভাপতি প্রফেসর আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী এবং সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর মোঃ শাহাদত আলী এক যুক্ত বিবৃতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক পরিস্থিতির বর্ণনা দিয়ে বলেন, সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে বার বার ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানানো সত্ত্বেও অবস্থার কোন উন্নতি হয়নি। বরং প্রতিদিনই ছোটখাট সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া হল ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ্যে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। বিবৃতিতে আরও বলা হয়, এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে বিভিন্ন ছাত্রাবাসে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র রয়েছে। এসব অস্ত্র উদ্ধার করতে না পারলে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ ফিরে আসবে না এবং হাজার হাজার ছাত্র–ছাত্রী অনিশ্চিত ভবিষ্যতে পতিত হবে।

বাংলাদেশ ছাত্র মৈত্রী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাজমান পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এবং সকল ধরনের সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বানজানিয়েছে।